পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে মুদ্রানীতি অনুসৃত হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতির হারকে ৫.৮ শতাংশে সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৫.৫ শতাংশ ও ১৪.০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধির হার ১৩.৩৫ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৩.১১ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ১১.৯৩ শতাংশ ও ১৫.৮৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১১.০০ শতাংশ ও ১৫.১১ শতাংশ। অন্যদিকে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে ৪.৮১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে ৪.৬৯ শতাংশে দাঁড়ায়। ব্যাপক মুদ্রার পরিমাণ জিডিপি'র অনুপাতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা গত ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে ৫২.৯৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও,আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (financial inclusion) আওতায় নিয়ে আসার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উভয় পুঁজিবাজারের (ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ) মূল্যসূচক ও বাজার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারিদের আস্থা ফিরিয়ে এনে স্থিতিশীল ও যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৮ শতাংশে সীমিত রাখা এবং ৭.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর মুদ্রানীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আলোকে ব্যাপক মুদ্রা এবং রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে অর্থবছর শেষে (জুন,২০১৭) যথাক্রমে ১৫.৫ শতাংশ এবং ১৪.০ শতাংশ। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়ে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৪.৫৩ শতাংশ, যেখানে বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.২৯ শতাংশ। মূলত নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের মন্থর প্রবৃদ্ধির ফলে আলোচ্য সময়ে ব্যাপক মুদ্রার সরবরাহের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, আমদানি প্রবৃদ্ধিতে গতিশীলতা বৃদ্ধি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধির শ্লথগতি এবং রেমিট্যান্সের আন্তঃপ্রবাহ হ্রাসের কারণে জুলাই-ফেব্রুয়ারি,২০১৭ সময়ে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৩১ শতাংশ, যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.৪৫ শতাংশ।

রাজস্ব আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস (সঞ্চয়পত্র) হতে সরকারের লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত অর্থ আহরণের ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়, যা সরকারি খাতে নীট ঋণ এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি হ্রাসে প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে, জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কিছুটা মন্থর হলেও ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে তা ১৫.৮৮ শতাংশে দাঁড়ায়, যেখানে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫.১১ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপন ছিল ১৬.৫ শতাংশ। মূলত কৃষি উৎপাদনের অনুকূল পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, প্রাজ্ঞ রাজস্ব নীতি এবং সতর্ক মুদ্রানীতি ভঙ্গি অনুসরণের কারণে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধ শেষে মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয় এবং ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৫.৮ শতাংশের চেয়েও নিচে (৫.৫ শতাংশে) নেমে আসে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে দেশে বিনিয়োগ

ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাজারভিত্তিক সুদহারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রেপো এবং রিভার্স রেপোর সুদ হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানো হলেও ব্যাংক ব্যবস্থায় বিদ্যমান পর্যাপ্ত তারল্য এবং মূল্যস্ফীতির নিম্নগামিতার প্রেক্ষিতে রেপো ও রিভার্স রেপোর হার এ বছর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে, ব্যাংক ব্যবস্থায় বিরাজমান তারল্য, মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী ধারা এবং ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জুলাই-ফেব্রুয়ারি,২০১৭ সময়কালে ব্যাংক ঋণের সুদ হারে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়।

লেখচিত্র ঃ ৫.১: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা (বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

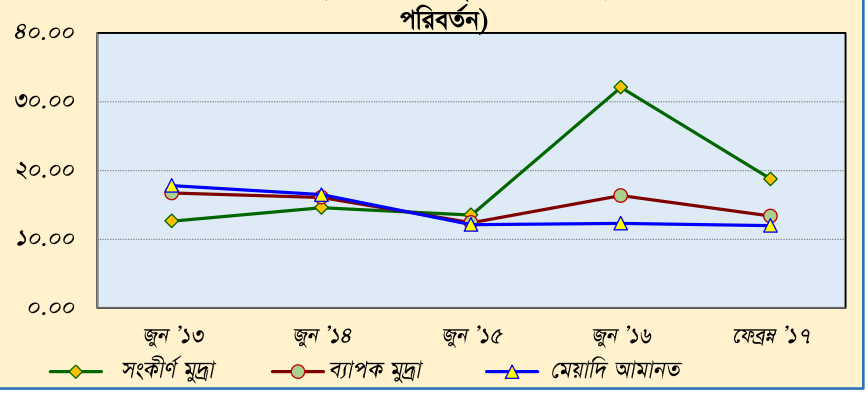

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money), ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ফলে ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধি হয়েছে। উল্লেখ্য, অর্থবছর ২০১৫-১৬ শেষে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি ও মুদ্রার ব্যাপক প্রবৃদ্ধির (৩৮.৮১ শতাংশ) ফলে সংকীর্ণ মুদ্রার উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। সারণি ৫.১-এ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা দেখানো হলো:

সারণি ৫.১: মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	ফেব্রুয়ারি,১৬	ফেব্রুয়ারি,১৭
সংকীর্ণ মুদ্রা	১৭.১৮	৬.৪২	১২.৬৫	১৪.৬০	১৩.৫৩	৩২.১০	১৬.১৪	১৮.৭৭
ব্যাপক মুদ্রা	২১.৩৪	১৭.৩৯	১৬.৭১	১৬.০৯	১২.৪২	১৬.৩৫	১৩.১১	১৩.৩৫
রিজার্ভ মুদ্রা	২১.০৩	৮.৯৯	১৫.০২	১৫.৪৬	১৪.৩৩	৩০.১২	১৫.৫১	১৮.২৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)

২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা ৩২.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৫৩ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.৭৭ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৬.১৪ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে সংকীর্ণ মুদ্রার উপাদানের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৯.৫১ শতাংশ ও তলবি আমানত ১৭.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৩.৩৩ শতাংশ এবং তলবি আমানত ১৯.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল ।

ব্যাপক মুদ্রা (এম ২)

ব্যাপক মুদ্রার (এম২) স্থিতি জুন ২০১৬ শেষে ৯,১৬,৩৭৭.৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৫ শেষে ৭,৮৭,৬১৩.৭ কোটি টাকা ছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে ব্যাপক মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৫৭,৮৮৬.৫ কোটি টাকায়

দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.১১ শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রার উপাদান হলো সংকীর্ণ মুদ্রা ও মেয়াদি আমানত। আলোচ্য অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় মেয়াদি আমানত ১২.০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ফেব্রুয়ারি,২০১৬ শেষে ১২.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সারণি- ৫.২-এ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২ এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রা (এম২) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা বিভাজন উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৫.২: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন, ২০১৩	জুন, ২০১৪	জুন, ২০১৫	জুন, ২০১৬	ফেব্রুয়ারি১৬	ফেব্রুয়ারি১৭
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	১১৩২৫০.১	১৬০০৫৬.৬	১৮৯২২৮.৮	২৩৩১৩৫.৬	২১৪৬৭০.৬	২৫২৪৯৮.৩
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৪৯০২৫৫.৩	৫৪০৫৬৬.৯	৫৯৮৩৮৪.৯	৬৮৩২৪২.৩	৬৩০৩৬৫.৪	৭০৫৩৮৮.২
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ[১/]	৫৭১৭৩৭.১	৬৩৭৯০৬.২	৭০১৫২৬.৫	৮০১২৮০.১	৭৪৭৬৭২.৬	৮৩৬৮৮০.২
১) সরকারি খাত (নীট)	১১০১২৪.৬	১১৭৫২৯.৪	১১০২৫৭.৩	১১৪২১৯.৬	১০২৬৯২.২	৯৩৫২৫.৬
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	৯৪৫৫.৩	১২৭৩৬.৯	১৬৬৬৯.৮	১৬০৫১.১	১৭০১৯.৯	১৫৬৫৩.৬
৩) বেসরকারি খাত	৪৫২১৫৭.২	৫০৭৬৩৯.৯	৫৭৪৫৯৯.৪	৬৭১০০৯.৪	৬২৭৯৬০.৫	৭২৭৭০১.০
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৮১৪৮১.৮	-৯৭৩৩৯.৩	-১০৩১৪১.৬	-১১৮০৩৭.৮	-১১৭৩০৭.২	-১৩১৪৯২.০
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	১২৩৬০৩.১	১৪১৬৪৫.১	১৬০৮১৩.৮	২১২৪৩০.৭	১৬৮৯৯৭.৪	২০০৭১১.৩
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৬৭৫৫২.৯	৭৬৯০৮.৪	৮৭৯৪০.৮	১২২০৭৪.৫	৯৪১৩৭.৪	১১২৪৯৯.৭
খ) তলবি আমানত[২/]	৫৬০৫০.২	৬৪৭৩৬.৭	৭২৮৭৩.০	৯০৩৫৬.২	৭৪৮৬০.০	৮৮২১১.৬
৪. মেয়াদি আমানত	৪৭৯৯০২.৩	৫৫৮৯৭৮.৪	৬২৬৭৯৯.৯	৭০৩৯৪৭.২	৬৭৬০৩৮.৬	৭৫৭১৭৫.২
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২){(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	৬০৩৫০৫.৪	৭০০৬২৩.৫	৭৮৭৬১৩.৭	৯১৬৩৭৭.৯	৮৪৫০৩৬.০	৯৫৭৮৮৬.৫
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	৪৩.৬৮	৪১.৩৩	১৮.২৩	২৩.২০	২৫.১০	১৭.৬২
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১১.৮৬	১০.২৬	১০.৭০	১৪.১৮	৯.৫৩	১১.৯০
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.০২	১১.৫৭	৯.৯৭	১৪.২২	১১.০০	১১.৯৩
১) সরকারি খাত (নীট)	২০.০৫	৬.৭২	-৬.১৯	৩.৫৯	-৭.২৪	-৮.৯৩
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	-৩৮.৩৭	৩৪.৭১	৩০.৮৮	-৩.৭১	-১.৮৫	-৮.০৩
৩) বেসরকারি খাত	১০.৮৫	১২.২৭	১৩.১৯	১৬.৭৮	১৫.১১	১৫.৮৮
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	৬.২৬	১৯.৪৬	৫.৯৬	১৪.৪৪	১৯.৬০	১২.০৯
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	১২.৬৫	১৪.৬০	১৩.৫৩	৩২.১০	১৬.১৪	১৮.৭৭
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৫.৬৪	১৩.৮৫	১৪.৩৪	৩৮.৮১	১৩.৩৩	১৯.৫১
খ) তলবি আমানত	৯.২৫	১৫.৫০	১২.৫৭	২৩.৯৯	১৯.৮৯	১৭.৮৪
৪. মেয়াদি আমানত	১৭.৮০	১৬.৪৮	১২.১৩	১২.৩১	১২.৩৮	১২.০০
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	১৬.৭১	১৬.০৯	১২.৪২	১৬.৩৫	১৩.১১	১৩.৩৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, নোট: ১/ পুঞ্জিভুত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভুক্ত

লেখচিত্রঃ ৫.২ ব্যাপক মুদ্রার উৎপাদনভিত্তিক বিভাজন

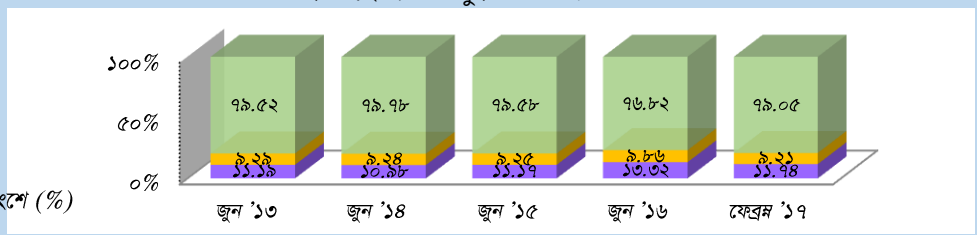

ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা তলবি আমানত মেয়াদি আমানত

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৪.২২ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৯.৯৭ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১১.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে বৃদ্ধির হার ছিল ১১.০০ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৫.৮৮ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫.১১ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ হ্রাস পায় ৮.৯৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে তা ৭.২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে সরকারি খাতের নীট ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ১১.১৮ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ৮৬.৯৫ শতাংশ, যা জুন ২০১৬ শেষে ৮৩.৭৪ শতাংশ ছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা

২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি ১,৯৩,২০১.০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে ১,৪৮,৪৮২.০ কোটি টাকা ছিল। জুন ২০১৫ এর তুলনায় জুন ২০১৬ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৩০.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.৩৩ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ২৩.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের শেষে ২০.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৮.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়; ফেব্রুয়ারি,২০১৬ শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২৬.২০ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ১৮.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একইসময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৫.৫১ শতাংশ। উপাদানভিত্তিক রিজার্ভ মুদ্রার বিস্তারিত বিবরণ সারণি ৫.৩-এ এবং উৎসভিত্তিক রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি সারণি ৫.৪ -এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন,২০১৩	জুন, ২০১৪	জুন, ২০১৫	জুন, ২০১৬	ফেব্রুয়ারি,১৬	ফেব্রুয়ারি,১৭
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	৭৫৩৭২.৩	৮৫৪৮৫.২	৯৮১৫৩.৯	১৩২৩০৪.৯	১০৩৭৬৪.৮	১২৩৫০৭.৮
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৩৬৮০৩.৪	৪৩৯৯৭.৭	৪৯৮৩৮.৯	৬০২৯৯	৫৭৩৯৪.৯	৬৭১০৫.২
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৩১৩.৭	৩৯২.৪	৪৮৯.২	৫৯৭.১	৫৬৩.৩	৬৩৯.৯
৪. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২+৩)	**১১২৪৮৯.৪**	**১২৯৮৭৫.৩**	**১৪৮৪৮২.০**	**১৯৩২০১.০**	**১৬১৭২৩.০**	**১৯১২৫২.৯**
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	১৬.১৪	১৩.৪২	১৪.৮২	৩৪.৭৯	১২.২২	১৯.০৩
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	১২.৬৮	১৯.৫৫	১৩.২৮	২০.৯৯	২১.৮৮	১৬.৯২
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২৮.৬২	২৫.০৯	২৪.৬৭	২২.০৬	২৩.১৩	১৩.৬০
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	**১৫.০২**	১৫.৪৬	১৪.৩৩	৩০.১২	১৫.৫১	১৮.২৬

সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রার উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উৎস	জুন, ২০১৩	জুন, ২০১৪	জুন, ২০১৫	জুন, ২০১৬	ফেব্রুয়ারি,১৬	ফেব্রুয়ারি,১৭
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	১০৩২৪৬.০	১৪৭৪৯৬.৬	১৭৭৩৯৩.৭	২১৮৯০৪.১	২০৩০৩২.৪	২৪০১৯১.৫
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৯২৪৩.৪	-১৭৬২১.৩	-২৮৯১১.২	-২৫৭০২.৮	-৪১৩০৯.৪	-৪৮৯৩৮.৬
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি	৪২৮২২.৭	১৫৫৯৫.২	১৩২৭৬.১	২৬৩৮০.৫	১৩৯৬২.২	১১৩৩৮.৫
ক.১. সরকারের নিকট	২৭০৬৯.০	৩৮৪০.৬	৮১০.৫	১৩৩৭৩.৭	১১০০.৯	-৪৭০.৩
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	১৩৫৪.৫	১২০২.৭	২১৬০.৮	২০১৫.৫	২০৮১.৪	১৮৭১.৩
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	১০২১৯.০	৬২৭৯.২	৫৬৫৯.২	৬০২৪.৪	৫৯৫৬.৫	৫০৯৭.৫
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৪১৮০.২	৪২৭২.৭	৪৬৪৫.৬	৪৯৬৬.৯	৪৮২৩.৪	৪৮৪০.০
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৩৫৭৯.৩	-৩৩২১৬.৫	-৪২১৮৭.৩	-৫২০৮৩.৩	-৫৫২৭১.৬	-৬০২৭৭.১

রিজার্ভ মুদ্রার উৎস	জুন, ২০১৩	জুন, ২০১৪	জুন, ২০১৫	জুন, ২০১৬	ফেব্রুয়ারি,১৬	ফেব্রুয়ারি,১৭
৩. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২)	**১১২৪৮৯.৪**	**১২৯৮৭৫.৩**	**১৪৮৪৮২.৫**	১৯৩২০১.৩	**১৬১৭২৩.০**	**১৯১২৫২.৯**
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	৪৯.৭৮	৪২.৮৬	২০.২৭	২৩.৪০	২৬.২০	১৮.৩০
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৬৭.৯৯	-২৯০.৬৪	৬৪.০৭	-১১.১০	-৩৬৭.৬২	১৮.৪৭
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি	-৩৪.৩৮	-৬৩.৫৮	-১৪.৮৭	৯৮.৭১	-৭৩.৭৯	-১৮.৭৯
ক.১. সরকারের নিকট	-২৮.৪৯	-৮৫.৮১	-৭৮.৯০	১৫৫০.০৬	-১১৬.৮৮	-১৪২.৭২
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	১৪.৬০	-১১.২১	৭৯.৬৬	-৬.৭২	০.৫২	-১০.০৯
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	-৫৪.৮৪	-৩৮.৫৫	-৯.৮৭	৬.৪৫	-২১.০০	-১৪.৪২
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	১৬.১৬	২.২১	৮.৭৩	৬.৯২	৫.৩৪	০.৩৪
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৭.৭২	-১.০৮	২৭.০১	২৩.৪৬	৪৬.০৮	৯.০৬
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	**১৫.০২**	**১৫.৪৬**	**১৪.৩৩**	৩০.১২	১৫.৫১	১৮.২৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৪ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি ১২,৫৬৩.২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে ৩,০৩০.১ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি ৬.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছর এ ৯.৮৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি ১৪২.৭২ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১১৬.৮৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি ১৪.৪২ শতাংশ হ্রাস পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ২১.০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। একই সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি ১০.০৯ শতাংশ হ্রাস পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ০.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুদ্রার গুণক (Money Multiplier)

অর্থবছর ২০১৫-১৬ এ রিজার্ভ মুদ্রার তুলনায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রা গুণক জুন ২০১৫ শেষের ৫.৩০৪ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৬ শেষে ৪.৭৪৩ এ দাঁড়ায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মুদ্রা গুণক ৫.০০৮ এ দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে রিজার্ভ-আমানত অনুপাত ০.০৯৪ এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাত ০.১৩৩ হয়।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে ১.৮৯ শতাংশে দাঁড়ায় যা অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রায়ন (monetisation) নির্দেশ করে। সারণি ৫.৫ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলো:

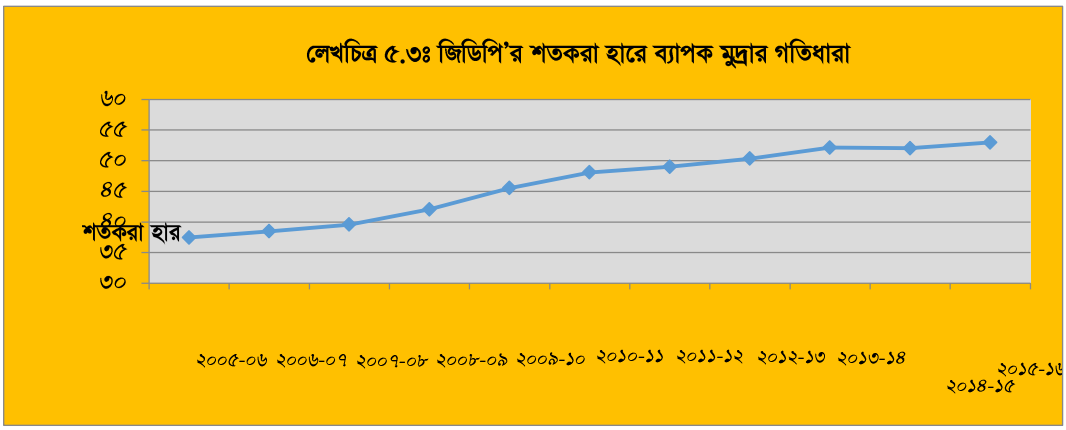

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৫: মুদ্রার আয় গতিধারা

(বিলিয়ন টাকায়)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)	ব্যাপক মুদ্রা (M2)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M2)	ব্যাপক মুদ্রার (জিডিপি'র শতকরা হার)
২০১০-১১	৯১৫৮.৩	৪৪০৫.২	২.০৮	৪৮.১০
২০১১-১২	১০৫৫২.০	৫১৭১.১	২.০৪	৪৯.০১
২০১২-১৩	১১৯৮৯.২	৬০৩৫.১	১.৯৯	৫০.৩৪
২০১৩-১৪	১৩৪৩৬.৭	৭০০৬.২	১.৯২	৫২.১৪
২০১৪-১৫	১৫১৫৮.০২	৭৮৭৬.১	১.৯২	৫২.০৪
২০১৫-১৬ সা	১৭২৯৫.৭	৯১৬৩.৭৮	১.৮৯	৫২.৯৮
২০১৬-১৭(ফেব্রুয়ারি) সা	-	৯৫৭৮.৮৭	-	-

সা=সাময়িক, ফে = ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

সারণি ৫.৫ হতে দেখা যাচ্ছে যে মুদ্রার আয় গতি ২০১০-১১ অর্থবছর শেষের ২.০৮ অর্থবছর থেকে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৫-১৬ শেষে ১.৮৯-এ দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ১.৯২। মূলত ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার চলতি বাজার মূল্যের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হচ্ছে বলে মুদ্রার আয় গতি ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং এ কারণেই জিডিপির শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুদের হার পরিস্থিতি

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদের হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োপযোগী নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, উচ্চতর ঝুঁকিবাহী ভোক্তা ঋণ (ক্রেডিট কার্ড ঋণসহ) ও এসএমই ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে এবং আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) অর্থাৎ ৫ শতাংশ পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ শেষে ১২.২৩ শতাংশ ছিল, যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি,২০১৬ শেষে ১০.৯১ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে তা আরো হ্রাস পেয়ে ৯.৭৭ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে ৭.১৯ শতাংশ ছিল যা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে হ্রাস পেয়ে ৬.১০ শতাংশে দাঁড়ায় এবং আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে আরও হ্রাস পেয়ে ৫.০৮ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষের ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ৫.০৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে ৪.৮১ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষের ৪.৮১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে ৪.৬৯ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ঋণের ভারিত গড় সুদ হার, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যাবধান লেখচিত্র- ৫.৪-এ দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ঃ ৫.৪: ভারিত গড় ঋণ ও আমানত সুদ হারের গতিধারা

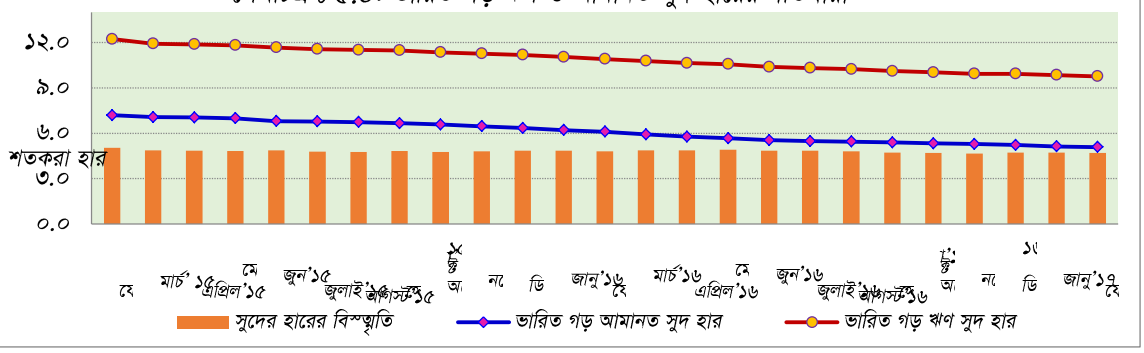

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলত ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (SOCBs), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (PCBs), বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (FCBs), সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (SBs), ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFIs), ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB), হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন (HBFC) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন (BSEC)।

ব্যাংকিং খাত

ফেব্রুয়ারি,২০১৭ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩৯টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক। তফসিলভুক্ত নয় এমন ৬টি ব্যাংকও কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে; সে ব্যাংকগুলো হলো- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যাংক কাঠামো এবং ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে মোট আমানত ও সম্পদের শতকরা অংশ সারণি-৫.৬ এ সন্নিবেশিত হলোঃ

সারণি: ৫.৬: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা কাঠামো

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা *			মোট সম্পদের শতকরা অংশ **	মোট আমানতের শতকরা অংশ **
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট		
১। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬	১৩৭১ (৩৬.৯৫%)	২৩৩৯ (৬৩.০৫%)	৩৭১০ (১০০%)	২৭.৬	২৭.৮৫
২। বিশেষায়িত ব্যাংক	২	১১০ (৭.৮২%)	১২৯৭ (৯২.১৮%)	১৪০৭ (১০০%)	২.৫৮	২.৭৫
৩। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩৯	২৬৪৩ (৫৯.০১%)	১৮৩৬ (৪৪.৯৯%)	৪৪৭৯ (১০০%)	৬৫.০২	৬৫.১৫
৪। বিদেশি ব্যাংক	৯	৭১ (১০০%)	০ (০.০%)	৭১ (১০০%)	৪.৮০	৪.২৫
মোট	**৫৬**	৪১৯৫ (৪৩.৪%)	৫৪৭২ (৫৬.৬১%)	**৯৬৬৭** (১০০%)	১০০	১০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।, ** ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।

সারণি ৫.৬ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক ৯,৬৬৭টি শাখার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট সম্পদের ৬৫.০২ শতাংশ এবং মোট আমানতের ৬৫.১৫ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্গত। একই সময় পর্যন্ত মোট সম্পদের ২৭.৬ শতাংশ এবং মোট আমানতের ২৭.৮৫ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্গত।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ন, পরিবহণ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশে কার্যরত মোট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩টি। এসব প্রতিষ্ঠানের মোট ২২৫টি শাখা দেশের বিভিন্ন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১০,৬৭৬.৫৫ কোটি টাকা; তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৭,১৭৭.৫৫ কোটি টাকা এবং মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮,৩৬৯.৮৫ কোটি টাকা। শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, ছাড়াও দেশের পুঁজিবাজারে এসব প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করে থাকে। ডিসেম্বর, ২০১৬ শেষে পুঁজিবাজারে প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৮৯২.৯৯ কোটি টাকা। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৩৭২.৩৮ কোটি টাকা। ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ পণ্য ও সেবার অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Guidelines on Products and Services of Financial Institutions in Bangladesh

জারি করা হয়। তাছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Guidelines on the Base Rate System for Non-Bank Financial Institutions জারি করা হয়। উক্ত গাইডলাইনের আলোকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিল ব্যয় সূচক (Cost of Fund Index) মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়াও দুর্বল ও সমস্যাগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সনাক্ত করার মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য Guidelines on Early Warning System for Weak and Problem Financial Institutions প্রণয়ন করা হয়। তাছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও ঝুঁকিসমূহ সুষ্ঠুভাবে তদারকির জন্য বাৎসরিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর উপর ভিত্তি করে Diagnostic Review Report (DRR) প্রস্তুত করা হচ্ছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কলমানি বাজার থেকে ঋণ গ্রহণের ভিত্তি 'নেট সম্পদ' থেকে পরিবর্তন করে 'ইক্যুইটি' করার নির্দেশনা সংক্রান্ত সার্কুলার সম্প্রতি জারি করা হয়েছে। কমার্শিয়াল পেপার ইস্যু, বিনিয়োগ, Guarantor এবং Issuing and Paying Agent হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিপালনীয় বিষয় নির্ধারণের লক্ষ্যে Guidelines on Commercial Paper for Financial Institutions জারি করা হয়েছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

সহজ উপায়ে মূলধারার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট আর্থিক পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (financial inclusion) আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভূত গোষ্ঠিকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন সময়ে সার্কুলার জারি করে ন্যূনতম ১০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে ব্যাংকে হিসাব খোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর,২০১৬ পর্যন্ত এ খাতে প্রায় ১,৬৭,৫৫,২৫৮ টি হিসাব খোলা হয়েছে।
- সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, যারা প্রথাগত ব্যাংকিং সেবাবঞ্চিত, তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ২০০ কোটি টাকার রিফাইন্যান্স স্কীমের আওতায় জানুয়ারি' ২০১৭ পর্যন্ত গ্রাহক পর্যায়ে প্রায় ৩৪ কোটি টাকার ঋণসুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫ টি ব্যাংক এই স্কীমের আওতায় ঋণ প্রদান করছে।

স্কুল ব্যাংকিং

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার পরিধি বিস্তৃতকরণে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রচলনের জন্য সকল তফসিলি ব্যাংকে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং স্কুল ব্যাংকিং বিষয়ে বিস্তারিত নীতিমালা জারি করে।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের শক্তিশালী অবকাঠামো উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগীতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট-এফএসএসপি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ২,৭৫১.০০ কোটি টাকা (৩৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ৩৯৩.০০ কোটি টাকা (৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং প্রকল্প সাহায্য ২,৩৫৮.০০ কোটি টাকা (৩০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত। এফএসএসপি'র আওতায় নিম্নোক্ত ৩টি প্রধান কম্পোনেন্টের অধীনে নানাবিধ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে-

১. আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

এ কম্পোনেন্টের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের আর্থিক তথ্য-প্রযুক্তি খাত আরো জোরদারকরণ, বিশেষত (ক) পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ; (খ) ঋণ তথ্য ব্যুরোর সরবরাহকৃত তথ্যের মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রঋণ তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে ঋণ তথ্য ব্যুরোর আওতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন; (গ) বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আত্মঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নততর

আর্থিক বাজারের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিতকরণ।

২. **প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ**

আর্থিক বাজার রেগুলেশনগুলোকে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি-পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানসহ ব্যাসেল-৩ কাঠামো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক নানাবিধ উদ্যোগ, ব্যাংকিং খাতে দক্ষতার সাথে ঝুঁকি মোকাবিলার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচলিত তত্ত্বাবধান পদ্ধতির পরিবর্তে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কর্মকান্ড কার্যকরভাবে সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রস্তুত ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

৩. **উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান**

উৎপাদনশীল খাতে প্রযুক্তি এবং উৎপাদনগত উৎকর্ষতা সাধন এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত মান চর্চার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের চাহিদা রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্পের এই কম্পোনেন্টের আওতায় অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Participating Financial Institutions- পিএফআই) মাধ্যমে নির্ধারিত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে উৎপাদনশীল খাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হবে। উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ব্যবসা স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং/অথবা আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য এ সুবিধা পাওয়া যাবে। পিএফআইসমূহ এবং ঋণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৩১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পিএফআই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১০০.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ২২টি ঋণ আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে।

আইনগত সংস্কার

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে অর্থ ঋণ আদালত আইন অনুযায়ী বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) মাধ্যমে ঋণ আদায় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বিষয়ে ইতঃপূর্বে ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ADR এর মাধ্যমে মামলা আরো দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৩৮, ৩৯, ৩৯ (ক), ৩৯ (খ) এবং ৪০ ধারার বিধানের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি খসড়া গাইডলাইন্স (Guidelines on External Audit of Banks) প্রণয়ন করা হয়েছে যা চূড়ান্তকরণের কাজ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে (বিডিবিএল ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় সমঝোতা স্মারকের (MOU) আওতায় তদারকি করা হচ্ছে। সোনালী, জনতা, অগ্রণী এবং রূপালী ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে স্ব স্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ''ইন্টারনাল কন্ট্রোল এন্ড কমপ্লায়েন্স পলিসি'' পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত পলিসি বাস্তবায়নে ব্যাংকগুলোর অবস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে মনিটরিং করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিশেষায়িত দুইটি ব্যাংককে (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক) ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সমঝোতা স্মারকের (MOU) আওতায় তদারকি অব্যাহত রয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

- দেশের বিদ্যমান ব্যাংকগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ও দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত ও শক্তিশালী করার জন্য মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কারসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থবছর ২০১৬-১৭-তেও (জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে) নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছেঃ ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ব্যাসেল-৩ এর আলোকে প্রবর্তিত তারল্য পর্যাপ্ততার দু'টি নতুন পরিমাপক Liquidity Coverage Ratio (LCR) ও Net Stable Funding Ratio (NSFR)-এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।
- ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যাবস্থাপনা শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করণের জন্য প্রণীত Comprehensive Risk Management Reporting (CRMR)-এর আলোকে ব্যাংকগুলোর Risk Management মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া পরিবর্তিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য Risk

Management Guidelines for Banks রিভিউ করার কাজ চলছে।

- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে Self Assessment of Antifraud Internal Control (SF)-এর আলোকে Fraud/Forgery নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। তাছাড়া, SF রিভিউএর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

বক্স ৫.১: ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে ব্যাসেল কাঠামো বাস্তবায়নে রোডম্যাপ সহ মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স "Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (Revised Regulatory Capital Framework for banks in line with Basel III)" জারি করে। উক্ত গাইডলাইন্স এর নীতিমালাসমূহ ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জানুয়ারি ২০২০ সময় পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নে বিশদ কার্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় ব্যাংকসমূহকে তাদের যাবতীয় বস্তুগত ঝুঁকির বিপরীতে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ ও তার কৌশল নির্ধারণসহ ভবিষ্যতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য পরিমিত তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যাংক খাতকে অধিকতর স্থিতিশীলতা প্রদানের পাশাপাশি এর ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানো এবং ব্যাংকসমূহকে একক ও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যত ব্যাংকিং খাতে উদ্ভূত আর্থিক বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুত করা। এর আওতায় এখন থেকে ব্যাংকগুলোকে পর্যাপ্ত মূলধনের সাথে বিভিন্ন ঝুঁকিরোধক মূলধন তহবিল (capital buffer) সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় মূলধনের গুণগতমান বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের জন্য আবশ্যিকভাবে সংরক্ষণীয় মূলধনের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত ব্যাসেল-৩ সংক্রান্ত নীতিমালায় শতকরা ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় ন্যূনতম মূলধন হার ১০ শতাংশ এবং এর অতিরিক্ত হিসেবে ২.৫ শতাংশ এর সমপরিমাণ আপৎকালীন সুরক্ষা/বাফার(capital conservation buffer) রাখতে হবে যা Common Equity tier-1 (CET1) মূলধন হিসেবে সংরক্ষিত হবে। এই বাফার সংরক্ষণ ২০১৬ সাল হতে ০.৬২৫ হারে শুরু হয়েছে এবং ২০১৯ সাল নাগাদ তা ২.৫ ভাগ হবে। সংকটকালীন সময়ে ব্যাংকসমূহকে সুরক্ষা দেয়ার পাশাপাশি শেয়ার পুনঃক্রয় বা লভ্যাংশ প্রদান বা বিবেচনামূলক বোনাস প্রদানের বিধিনিষেধ পরিপালনের জন্য ব্যাংকসমূহকে আবশ্যিকভাবে আপৎকালীন বাফার সংরক্ষণ করতে হবে। উদাহরনস্বরূপ,কোন ব্যাংকের CET1 অনুপাত ৫.১২৫ হতে ৫.৭৫ এর মধ্যে থাকলে সেই ব্যাংককে পরবর্তী আর্থিক বছরে তার আয়ের ৮০ ভাগ সংরক্ষণ করতে হবে অর্থাৎ ব্যাংকটি তার কর পরবর্তি আয়ের শতকরা ২০ ভাগের বেশি বোনাস বা লভ্যাংশ বিতরণ করতে পারবে না। এছাড়াও ব্যাসেল-৩ এর আওতায় নতুন মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাতসমূহ নিম্ন বর্ণিত হারে সংরক্ষণ করতে হবেঃ

১. *tier-1 মূলধন হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে ৬ শতাংশ এবং tier-2 মূলধন মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ বা CET1 মূলধনের ৮৮.৮৯ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারবে।*

২. *CET1 মূলধন হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে ৪.৫ শতাংশ। ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকের CET1 Capital হিসাবায়নের ক্ষেত্রে শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে রক্ষিত Specific Provision এর ফলে সৃষ্ট Defferred tax Assets (DTA) এর সর্বোচ্চ ৫% CET1 মূলধন হিসেবে স্বীকৃতিযোগ্য হবে। তবে, অন্য যেকোন খাত হতে সৃষ্ট DTA পূর্বের ন্যায় CET1 Capital এর সাথে সমন্বয় করতে হবে।*

৩. *ব্যাংকের অশ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে বিধি মোতাবেক রক্ষিত General Provision এর সম্পূর্ণ অংশ ব্যাংকের টিয়ার-২ মূলধন হিসেবে স্বীকৃত হবে।*

তফসিলি ব্যাংকসমূহ ৩১ মার্চ, ২০১৫ তারিখ হতে মূলধন পর্যাপ্ততার বিবরণী ব্যাসেল-৩ এর আলোকে প্রস্তুত করছে। সে অনুযায়ী ৩১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন হার (CRAR) ১০.৩১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিছুটা কমেছে (১০.৮৪ শতাংশ, ডিসেম্বর'১৫)।

পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস এর কৌশলপত্র প্রণয়ন; অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস স্থাপন ও এর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালন; মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর অনুমোদন প্রদান ও যথাযথ পরিবীক্ষণ; ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ এর উন্নয়ন এবং ই-পেমেন্ট সিস্টেমস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ; পেমেন্ট সিস্টেম সংক্রান্ত আইন ও প্রবিধিগত অবকাঠামো প্রণয়ন; ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার কার্যক্রম চালু, রেমিট্যান্স প্রবাহ তরান্বিত করছে।

Alternative Payment Channels হিসাবে ব্যাংকিং খাতে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২৯টি ব্যাংককে মোবাইল প্রযুক্তি ভিত্তিক আর্থিক সেবা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ১৭টি ব্যাংক ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স এর অর্থ বিতরণ, এজেন্ট/ব্যাংক শাখা/এটিএম/মোবাইল অপারেটর আউটলেট এর মাধ্যমে অর্থ আদান প্রদান/ লেনদেন, ব্যক্তি কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ ইউটিলিটি বিল), বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যক্তির অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ কর্পোরেট/শিল্প কারখানা/অফিস সমূহের বেতন বিতরণ),

সরকার কর্তৃক ব্যক্তির অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ইত্যাদি), ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের অর্থ পরিশোধ (যেমন কর পরিশোধ), ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেনসমূহ (একজনের নিবন্ধনকৃত মোবাইল একাউন্ট থেকে আরেকজনের নিবন্ধনকৃত মোবাইল একাউন্টে) এবং অন্যান্য লেনদেনসমূহ যেমন মাইক্রোফাইন্যান্স, ওভারড্রন সুবিধা (উত্তোলিত সুবিধা), ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস- এর আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট এজেন্ট সংখ্যা ছিল ৬,৯৬,৭২২ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪৯৮.৫৪ লক্ষ যার মধ্যে সক্রিয় একাউন্টের সংখ্যা প্রায় ২৩৯.০৬ লক্ষ; ফেব্রুয়ারি,২০১৭ তে মোট ১,৩৪,০৩৩,৯১১ টি লেনদেনের মাধ্যমে ২২,৩২৭.১৪ কোটি টাকা লেনদেন হয় এবং গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৭৯৭.৪০ কোটি টাকা লেনদেন হয়।

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা মূল্যায়নের লক্ষ্যে Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) কর্তৃক পরিচালিত ৩য় পর্বের মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি শেষে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপরে প্রণীত চূড়ান্ত প্রতিবেদন ৭ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়েগোতে এপিজি'র ১৯তম বার্ষিক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম এপিজি ও এর ৪১ টি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানের হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন পরিপালনের ক্ষেত্রে একটি "কমপ্লায়েন্ট কান্ট্রি" হিসেবে বিবেচিত হয়েছে যা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এশিয়া অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) উক্ত মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়ার প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজনে বিএফআইইউ এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৮টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। যার মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে- সুরিনাম, কানাডা, সাইপ্রাস, পর্তুগাল ও ফিনল্যান্ড।
- সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থ সঞ্চালন বন্ধে অর্থাৎ কোন সন্ত্রাসী যাতে কোন ব্যাংকের মাধ্যমে কোন ধরণের লেনদেন না করতে পারে সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএফআইইউ কর্তৃক বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিএফআইইউ এর উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক সকল ব্যাংকের পরিপালন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন পরিচালনা করা হচ্ছে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিপালনার্থে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য বিভিন্ন আইনগত সংশোধন ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের পরিবর্তনের আলোকে Uniform Account Opening Form ও KYC Profile Form হালনাগাদকরণপূর্বক গত ১৬ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে জারি করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইনের খসড়া ও বিধি প্রণয়ন এবং ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক এক্সচেঞ্জ ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উক্ত আইন ও বিধিবিধান বাস্তবায়ন এবং এর যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে বিএসইসি কর্তৃক গৃহীত কতিপয় সংস্কারমূলক কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলোঃ

প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

- Bangladesh Securit ies and Exchange Commission (Exchange Traded Fund) Rules, 2016 প্রণয়ন;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2016 প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিনিয়োগ শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) বিধিমালা,২০১৬ প্রণয়ন;

- ডিপোজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর সংশোধন;

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সংস্কার

স্থিতিশীল পুঁজিবাজারের স্বার্থে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শেয়ারের সরবরাহ বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিসহ পুঁজিবাজার সংশিষ্ট সকল পক্ষের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপশি পুঁজিবাজারে দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপঃ

- কমিশনের নিজস্ব ভবনে ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাস থেকে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
- মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে একটি আদেশ জারি, যা ১৫ ফেব্রুয়ারি,২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ কোম্পানিকে, মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানি হওয়ার বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদানের প্রজ্ঞাপন জারি, যা ২৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সেটেলমেন্ট কোম্পানি গঠনের লক্ষে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন Small and Medium Enterprise (SME) এর জন্য পুঁজিবাজার থেকে মূলধন উত্তোলন এবং স্টক এক্সচেঞ্জ লেনদেনের জন্য পৃথক Small Cap Platform প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষে Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2016 প্রণয়ন, যা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে;
- ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ প্রণোদনা স্কীম এর আওতায় গঠিত তহবিল থেকে মার্চ,২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৬৪২.০৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং উক্ত সময়ে ৫১১.৭৯ কোটি টাকা আদায় হয়েছে;
- ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি এর জন্য TVC, ব্রুশিয়ার, বুকলেট ও ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করা এবং পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি কার্যক্রম শুরু হয়েছ;

বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৬ সালের জুন মাসের ৫৫৯ টি থেকে বেড়ে ২০১৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৫৬২ টিতে দাঁড়ায়। ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ১,১২,৭৪০.৯৯ কোটি টাকা থেকে ১,১৪,৫৩০.০১ কোটি টাকায় উন্নিত হয় যা পূর্বের তুলনায় ১.৯২ শতাংশ বেশি। ৩০ শে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩১৮,৫৭৪.৯৩ কোটি টাকা, যা ১৭.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৩,৭৩,৯৩০.৩৬ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০১৬ সালের জুন শেষে ছিল ৪,৫০৭.৫৮ পয়েন্ট যা ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ এ ২৪.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫,৬১২.৭০ পয়েন্ট। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী সারণি ৫.৭ ও লেখচিত্র ৫.৫ এ সন্নিবেশিত হলো:

সারণি ৫.৭: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ডিএসই সাধারণ মূল্যসূচক**	ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স)***
২০০৫-০৬	৩০৩	১৮	৮,৫৭২.২৬	২১,৫৪২.১৯	৪,৬০০.৮২	১৩৩৯.৫৩	-
২০০৬-০৭	৩২৫	১০	১৬,৪২৭.৯৩	৪৭,৫৮৫.৫৪	১৬,৪৬৭.১৬	২১৪৯.৩২	-
২০০৭-০৮	৩৭৮	১৩	২৮,৪৩৭.৯৭	৯৩,১০২.৫২	৫৪,৩২৮.৬০	৩০০০.৫০	-
২০০৮-০৯	৪৪৩	১৭	৪৫,৭৯৪.৪০	১২৪,১৩৩.৯০	৮৯,৩৭৮.৯২	৩০১০.২৬	-
২০০৯-১০	৪৫০	২৩	৬০,৭২৬.২৯	২৭০,০৭৪.৪৬	২৫৬,৩৪৯.৮৬	৬১৫৩.৬৮	-
২০১০-১১	৪৯০	১৯	৮০,৬৮৩.৯১	২৮৫,৩৮৯.২২	৩২৫,৯১৫.২৬	৬১১৭.২৩	-
২০১১-১২	৫১১	১৫	৯৩,৩৬২.৯৬	২৪৯,১৬১.২৯	১১৭,১৪৫.১৪	৪৫৭২.৮৮	-
২০১২-১৩	৫২৫	১৫	৯৮,৩৫৮.৯৭	২৫৩,০২৪.৬০	৮৫,৭০৮.৯৭	-	৪১০৪.৬৫
২০১৩-১৪	৫৩৬	১৩	১০৩,২০৭.৬৪	২৯৪,৩২০.২৩	১১২,৫৩৯.৮৪	-	৪৪৮০.৫২
২০১৪-১৫	৫৫৫	১৬	১০৯,১৯৫.৩৫	৩২৪,৭৩০.৬৩	১১২,৩৫১.৯৫	-	৪৫৮৩.১১
২০১৫-১৬	৫৫৯	১১	১১২৭৪১.০০	৩১৮৫৭৪.৯৩	১০৭২৪৬.০৭	-	৪৫০৭.৫৮
২০১৬-১৭*	৫৬২	৬	১১৪৯১০.০৮	৩৭৩৯৩০.৩৬	১২১০১৯.৬৯		৫৬১২.৭০

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

নোট: * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত। ** ০১ আগস্ট, ২০১৩ ডিএসই এর ওয়েবসাইট থেকে ডিএসই সাধারণ মূল্যসূচক প্রদর্শন বন্ধ করা হয়। *** এস অ্যান্ড পি প্রদত্ত পদ্ধতি "ডিএসই বাংলাদেশ ইন্ডেক্স মেথডলজি" অনুযায়ী ২৮ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড নতুন বেঞ্চমার্ক ইনডেক্স ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) চালু করে।

লেখচিত্র ৫.৫: ডিএসই'র বাজার মূলধন, সাধারণ মূল্যসূচক ও ডিএসই ব্রড ইনডেক্সের গতিধারা

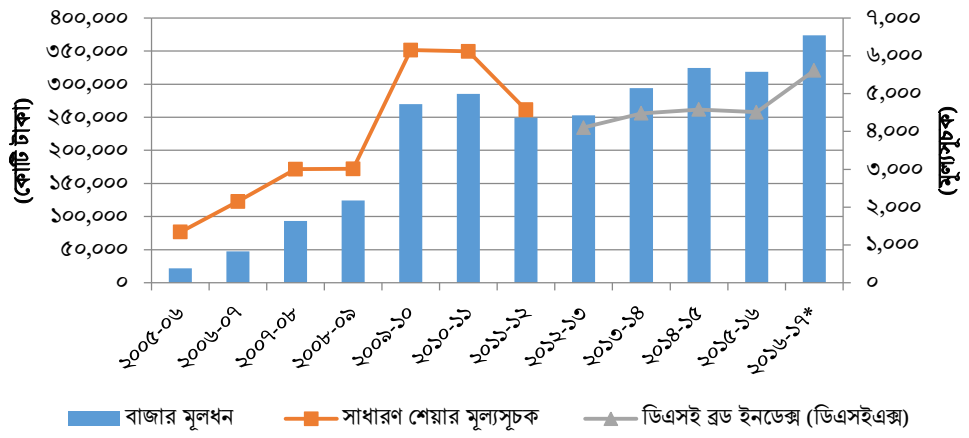

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৬ সালের জুন মাসের ২৯৮ টি থেকে বেড়ে ২০১৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, তারিখে ৩০২ টিতে দাঁড়ায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮,৭০৯.৩৭ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন, ২০১৬ এর ৫৬,৬০৭.৬০ কোটি টাকার তুলনায় ৩.৭১ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ২,৪৯,৬৮৪.৮৯ কোটি টাকা, যা ২২.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি,২০১৭ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৩,০৬,৪১৩.৫৬ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০১৬ সালের জুন শেষে ছিল ১৩,৬২৩.০৭ পয়েন্ট যা ২৮ ফেব্রুয়ারি,২০১৭ এ ২৭.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭,৩৭৫.৭২ পয়েন্ট। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী সারণি ৫.৮ ও লেখচিত্র ৫.৬ এ সন্নিবেশিত হলো:

সারণি ৫.৮: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সিএসই সার্বিক মূল্যসূচক
২০০৫-০৬	২১৩	১৯	৬৩৭৫.০২	১৯৫৫৫.১৭	১১৪৩.৯১	২৮৭৯.১৯
২০০৬-০৭	২১৯	১০	৮২২৫.১৭	৩৯৯২৬.৮২	৩৪৩৭.৭৪	৫১৯৪.৭৬
২০০৭-০৮	২৩১	১৪	১০৩১৪.০৮	৭৭৭৭৪.২৮	৮০১৬.২১	৯০৫০.৫৬
২০০৮-০৯	২৪৬	১৮	১৪২৪৬.৫৫	৯৭৪৯৪.৮২	১২৫১৮.২৫	১০৪৭৭.৬৭
২০০৯-১০	২৩২	২৩	২০৬৭৭.৩৯	২২৪১৭৬.৭৮	২১৭১১.২৩	১৮১১৬.০৫
২০১০-১১	২২০	১৯	৩০১৫৫.৩৩	২২৫৯৭৭.৭৮	৩২১৬৮.২৩	১৭০৫৯.৫৩
২০১১-১২	২৫১	১৫	৩৭৫২৭.৪৯	১৮৭৮১৭.১৪	১৩৪৮৫.৪৯	১৩৭৩৬.৪২
২০১২-১৩	২৬৬	১৫	৪২৩৩৮.০৯	১৯১৯০৭.০৩	১০১৯৮.৫২	১২৭৩৮.২৩
২০১৩-১৪	২৭৬	১৩	৪৭০৮৩.৯৭	২২৯৭৭২.৮২	১০২১৮.২৭	১৩৭৬৬.২৩
২০১৪-১৫	২৯২	২০	৫০১৩০.৬৩	২৫৭১৪৬.৪০	৯৬৪৮.০০	১৪০৯৭.১৭
২০১৫-১৬	২৯৮	১১	৫৬৬০৭.৬০	২৪৯৬৮৪.৮৯	৭৭৪৭.১৬	১৩৬২৩.০৭
২০১৬-১৭*	৩০২	৭	৫৮৭০৯.৩৭	৩০৬৪১৩.৫৬	৭৩৬১.৮০	১৭৩৭৫.৭২

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড * ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত

নোট: ৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ হতে ভারিত গড় (weigh:ed average) সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিক ভাবে সাধারণ শেয়ার মুল্যসুচক পদ্ধতিতে (Z- গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।

লেখচিত্র ৫.৬: সিএসই'র বাজার মূলধন ও সাধারণ মূল্যসূচকের গতিধারা

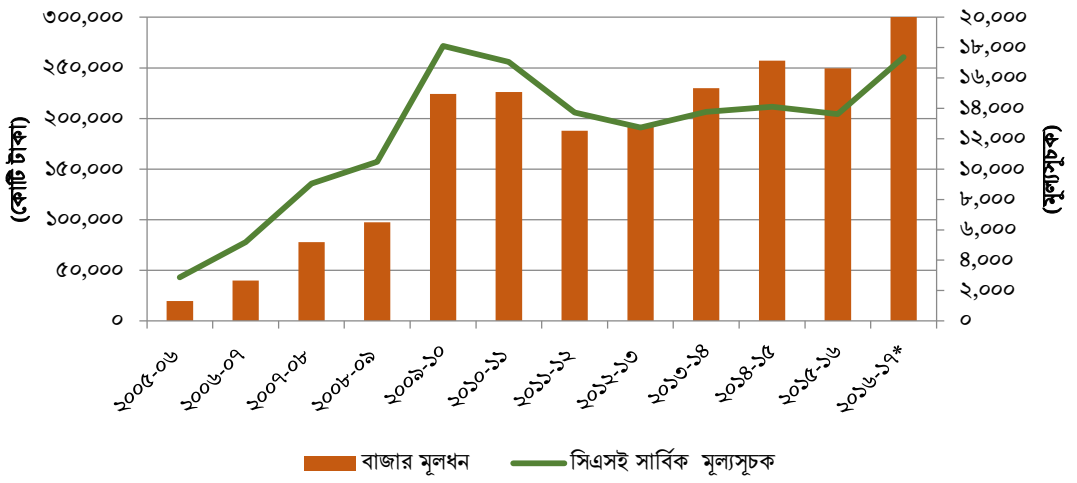

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড * ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত।